গোপীতত্ত্ব

গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। গোপী-শব্দের অর্থ। বহু কান্তা ব্যতীত কান্তা-রস-বৈচিত্রীর উল্লাস হয় না বলিয়া হ্লাদিনীশক্তি অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা। "আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ১।৪।৬৮-৬৯॥" শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ, আর ব্রজদেবীগণ তাঁহার শাখাপত্রতুল্য। "রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শ্রীকৃষ্ণের যেমন গোপ-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণেরও গোপী-অভিমান। গুপ্-ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুপ্-ধাতু রক্ষণে; যে সমস্ত রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী; ইহাই গোপী-শব্দের অর্থ। গোপী বলিতে সাধারণতঃ মহাভাববতী কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই বুঝায়।

গোপী-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত গোপীগণ অন্য কিছুই কামনা করেন না; নিজেদের সুখের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধান নাই; তাঁহারা যে স্বীয় দেহের মার্জ্জন-ভূষণ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত; তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের সুখের সাধন; তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন; তাই তাঁহাদের সাজ-সজ্জা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেই চাহেন, স্বসুখার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা বলেন "কৃষ্ণসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর। ৩।২০।৫১।" তথাপি যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার হেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান॥ ৩।২০।৫০॥"

মহাভাববতী গোপীদিগের অভিমান—তাঁহারা শ্রীরাধার সখী, সমপ্রাণাসখী; তাঁহাদের নিকটে শ্রীরাধারও গোপনীয় কিছুই নাই, শ্রীরাধার নিকটেও তাঁহাদের গোপনীয় কিছু নাই। এই সখীদের দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। "সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ ২।৮।১৬৪॥" সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়॥ নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥ ২।৮।১৬৭-৮॥"

কামক্রীড়া নহে। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাবময়ী লীলা, ইহা কামক্রীড়া নহে, ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ; ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।" আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"যুনোর্নায়ক-নায়িকয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়োর্দর্শনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্যায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্ররীত্যা আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ। * * * প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।"

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আস্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত-কামক্রীড়ার ন্যায় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতি প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতা ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতিপ্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয়-প্রীতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্ব্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্ত্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তাৎপর্য্য পশুবৎ-কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদি আস্বাদ্য; প্রীতিহীন চুম্বনাদি ন্যক্কারজনক।

পুত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা চুম্বনাদি দ্বারা স্নেহাদি প্রকাশ করে না—তখন সম্বন্ধের অপেক্ষা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্রূপ প্রীতিপ্রকাশে বাধা দান করে। সুতরাং বাৎসল্য-প্রীতিরও নির্ব্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরস্পরের প্রতি আসক্তিযুক্ত নায়ক-নায়িকার প্রীতিপ্রকাশে সম্বন্ধের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রতি আসক্তি কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদিও কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রীতিপ্রকাশের দ্বার হয় না—উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত হয়, নিজের সুখের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে যে চুম্বনালিঙ্গনাদি, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারস্বরূপ, ইহা উদ্দেশ্যে পর্য্যবসিত হয় না, চুম্বনালিঙ্গনের জন্যই তাঁহাদের চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ সুখের নিমিত্তও নহে। ভূগর্ভস্থ বাষ্পরাশির চাপ উত্তাপাধিক্যাদি বশতঃ যখন অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধৰ্ম্মবশতঃই বাষ্পরাশি ভূগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে চেষ্টা করে; তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনও স্থলে ভূপৃষ্ঠ-বিদারণ, কোনও স্থলে পৰ্ব্বতাদির উদ্ভব, আবার কোনও স্থলে বা হ্রদাদির সৃষ্টি হয়। এস্থলে ভূমিকম্পন-ভূগর্ভ-বিদারণাদি যেমন বৰ্দ্ধিত-চাপ বাষ্পরাশির উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাহার বহির্গমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র—তদ্রূপ, চুম্বনালিঙ্গনাদিও শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরী-দিগের পরস্পরের প্রতি প্রীত্যাধিক্যের অভিব্যক্তি-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র, চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের প্রীতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না,—তাঁহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরস্পরের প্রীতিসম্পাদন; যে উপায়েই হউক, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিমুহূর্ত্তে-সম্বৰ্দ্ধনশীলা প্রীতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন খাদ্য বস্তুর গুণাদি বিচার করে না, যাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে—তদ্রূপ এই প্রতিমুহূর্ত্তে-বৰ্দ্ধনশীলা প্রীতি, যেন হৃদয়মধ্যে স্থানাভাববশতঃই—প্রতিমুহূর্ত্তেই বৰ্দ্ধনশীলা গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায় সম্বন্ধে তাহার কোনও বিচার নাই—যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পৰ্ব্বতগাত্রে সঞ্চিত বারিরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিবেই—তদ্রূপ, ইঁহাদের প্রীতিরাশিও যে কোনও দ্বারে যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই; এই প্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে—অভিব্যক্তির দ্বার দিয়া নয়—অভিব্যক্তি-প্রয়াসের উদ্দামতা দ্বারা।

কাম ও প্রেম। কাম হইতেছে প্রাকৃত মনের বৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; সুতরাং ইহারচু অভিব্যক্তিতে অনেক অপেক্ষা আছে—যে উপায়ে অভিব্যক্ত হইলে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে, সে উপায় কাম কখনও অবলম্বন করে না। কিন্তু প্রেম হইতেছে হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে; পরন্তু অপরের—বিষয়ের—প্রীতি-উৎপাদন। আর, অগ্নি যেমন নিজের দাহিকা-শক্তিতে সকল বস্তুকেই উত্তপ্ত করিয়া লইতে পারে, তদ্রূপ এই হ্লাদিনী-সার প্রেমও স্বীয় আনন্দাত্মিকা শক্তিতে যে কোনও উপায়কেই সুখ-সাধন করিয়া লইতে পারে; তাই ইহার আত্মপ্রকাশে উপায়ের অপেক্ষা নাই। তাই মহাভাববতী গোপ-সুন্দরীদিগের কৃত তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন—তত প্রীতি তিনি বেদস্তুতিতেও লাভ করেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন:—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩॥"

নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে ব্রজগোপীদিগের প্রেমের অপূৰ্ব্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকে কান্তারতি বা মধুরা-রতি বলে। মধুরা-রতি তিন রকমের; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে সমর্থা-রতি।

সাধারণী। যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলে। নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শন-সম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥—উঃ নীঃ স্থা, ৩০।

কৃষ্ণসুখের ইচ্ছাকেই রতি বলে। আত্মসুখহেতু-সম্ভোগেচ্ছাই যদি সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইহাকে 'রতি' বলা হইল কেন? উত্তর—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। কুব্জা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইলেন এবং স্বসুখতাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তখনই তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। তারপর তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদিত হইল:—যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি-পথে উদিত হইয়াই আমাকে এত সুখী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচিত সপর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিব। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইহার মূল নিজের সুখই, যদিও নয়নপথে উদিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে এই কৃষ্ণসুখের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, কৃষ্ণসুখের বাসনা তো জন্মিয়াছে? কৃষ্ণসুখের জন্য এই একটু বাসনাবশতঃই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনা-মূলক-সম্ভোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (এই কৃষ্ণসুখেচ্ছা বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারেনা। কারণের ধর্ম্ম কার্য্যেও কিছু বর্ত্তমান থাকে; এই রতির কারণই হইল আত্মসুখ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুব্জাকে সুখ দিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যখন আবার হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই আবার সম্ভোগজনিত-আত্মসুখ-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ কৃষ্ণ-সুখেচ্ছার সঙ্গেই আত্মসুখেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্বসুখ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুখ-বাসনাকে (রতিকে) ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। -

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণসুখবাসনারূপা রতি উৎপন্ন হয় না; প্রথমতঃ নিজের সুখানুভব, তার পরে নিজের সুখহেতু কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা; সুতরাং সাক্ষাদ্দর্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

শ্লোকে যে "প্রায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষাদ্দর্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও রূপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়।

স্বসুখ-বাসনা-মূলক সম্ভোগেচ্ছাই যখন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সম্ভোগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেই এই রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সম্ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। "অসান্দ্রত্বাদ্রতেরস্যাঃ সম্ভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে। এতস্যা হ্রাসতো হ্রাসস্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি ॥" সাধারণী-রতি প্রেমপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আদ্যা প্রেমান্তিমান্-ইতি উঃ নী স্থায়িভাবে ১৬৪ শ্লোক।

সমঞ্জসা। যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই সান্দ্রা (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। "পত্নী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। কচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ উঃ নীঃ স্থা, ৩৩। এই শ্লোকের "গুণাদিশ্রবণাদিজ"-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; রূপগুণাদি-শ্রবণের পূর্ব্বে যেন রুক্মিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ-রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। রুক্মিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বকান্তা, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যা স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতি আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রকট-লীলায় প্রথমে প্রচ্ছন্ন হইয়াই ছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ রতি উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। "গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধন-সিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু নিত্যসিদ্ধাসু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা তদুদ্বোধস্ত হেতুঃ স্যাদ্‌গুণরূপশ্রুতির্মনাগিতি। আনন্দচন্দ্রিকা।"

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে—পত্নীত্বাভিমানাত্মা। কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের পত্নীত্বের

অভিলাষ এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির ন্যায় তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত; কুব্জাদির সম্ভোগতৃষ্ণা তদ্রূপ নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশাবস্থায় সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে না; কেবল কৃষ্ণ-সুখের তৃষ্ণাই থাকে; পরে বয়সের ধর্ম্মবশতঃ সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণা উদিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সম্ভোগতৃষ্ণা সামান্য। "রুক্মিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিত-শ্রীকৃষ্ণ-গুন-শ্রবণাদিনোদ্‌ধাম্নিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি স্তথা কামোদ্‌গমসমবয়ঃসন্ধি-স্বাভাব্যাৎ সম্ভোগতৃষ্ণা-জন্যা চ রতির্যুগপদেবাভূৎ। তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥" ইহার পরে তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ কেবল মাত্র কৃষ্ণ-সুখের জন্য, দ্বিতীয়তঃ স্ব-সুখের জন্য। কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণ-রতির সহিতেই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতি হইতে স্বতন্ত্র। শ্লোকোক্ত "ক্বচিৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-সুখার্থ-সম্ভোগতৃষ্ণা সর্ব্বদা উদিত হয় না, ক্বচিৎ অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদিত হয় মাত্র। "ক্বচিদিতিপদেন ইয়ং সম্ভোগ-তৃষ্ণোত্থা রতির্ন সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ।"

সমঞ্জসা-রতি হইতে সম্ভোগেচ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্বসুখার্থ সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে উত্থিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত বা বশীভূত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা, তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈ র্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৩৫॥"

সমঞ্জসা-রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৬৪।"

সমর্থারতি। কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতির একটী অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ উৎপত্তি-বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হইতে জাত; ইহা আত্মসুখ-বাসনা, হইতে জাত, অথবা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজের সুখ হইলে, তারপর তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত; সুতরাং ইহা নির্হেতুক নহে। সমঞ্জসা-রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা-রতিতে উন্মেষের জন্য (কুব্জার রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের, বা (মহিষী-আদির রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধর্ম্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আপনিই উন্মেষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যাদিদর্শন, বা গুণাদিশ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্‌বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ২৬॥" দ্বিতীয়তঃ—সাধারণী-রতিতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছাই বলবতী; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই তাঁহাদের বলবতী, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সেই বাসনা-পরিপূর্ত্তির একটা উপায় মাত্র; সমর্থা-রতিতে সম্ভোগেচ্ছার প্রাধান্য নাই; ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা গৌণী, তাহাও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত —শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-সম্ভোগের ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল চরণদ্বয় তাঁহাদের কঠিনস্তন-যুগলে স্পর্শ করাইতে তাঁহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইতেন না (যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহমিত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।২৯।১৯॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য লালসান্বিতা হইলেও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তাঁহাদের কৃষ্ণ-

সেবার বাসনা ধর্ম্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই; তাই তাঁহারা (যজ্ঞাদি-সম্পাদন পূর্ব্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্নীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-সুখের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম বিধিধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুরিত্যাদি।" কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা—তাই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। এই রতি গোপী-দিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সম্যকৃরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থারতি বলে। চতুর্থতঃ—সাধারণী-রতি সর্ব্বদাই স্ব-সুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রূপ বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না। কঠিন প্রস্তরে যেমন সূচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থারতিতেও কৃষ্ণসুখবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সমর্থারতিকেই গাঢ়তমা বলে।

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "রতি র্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥" এই ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থা-রতিই প্রধানা বা মুখ্যা মধুরারতি; ইহাই কেবলা মধুরা রতি; কারণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং সমর্থারতিমতী ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীদিগের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, একমাত্র শ্রীরাধাতেই সমর্থা-রতির চরম-পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব দৃষ্ট হয়।

রমণ। হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রীতিবিধানের নামই রমণ; রমণ-শব্দের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

আত্মারামতা। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহাদের সাহচর্য্যে ক্রীড়ারস-আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেক-সহায়তার হানি হয় না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা গোপী। ব্রজগোপীগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা; তাঁহারা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি। আর যাঁহারা সাধন-প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধা। ইঁহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব। নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন।

সখী ও মঞ্জরী। সেবার প্রকার-ভেদে আবার গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সখী ও মঞ্জরী। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয়া সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তাঁহাদিগকে সখী বলা যায়। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখী; ইঁহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তি। আর যাঁহারা সাধারণতঃ তদ্রূপ করেন না, নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিতে যাঁহারা কখনও প্রস্তুত নহেন, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই যাঁহারা নিজেদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে মঞ্জরী বলা হয়। ইঁহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী এবং অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ-সেবায় সখী অপেক্ষাও মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী। মঞ্জরীগণ সখীগণ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী; ইঁহারা স্বরূপশক্তি। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী; মঞ্জরীদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ ব্রজে সখী হইতে পারেন না। সখীগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধা-স্বরূপশক্তি। সখীদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী; মঞ্জরীদের সেবা আনুগত্যময়ী। সাধারণতঃ সখী ও মঞ্জরী এই উভয়কেই সখী বলা হয়; কারণ, উভয় দ্বারাই লীলাবিস্তার সাধিত হয় এবং লীলাবিস্তারই সখিত্বের বিশেষ লক্ষণ।

শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীরাধাই ব্রজের মধুরা-রতির মূল উৎস; শ্রীরাধার সাহচর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর রস আস্বাদন করেন, সখী-মঞ্জরীগণ তাহার পরিপুষ্টি এবং বৈচিত্রী বিধান করেন মাত্র; কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত সখী-মঞ্জরীর সমবেত চেষ্টায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ শ্রীরাসলীলায় পাওয়া গিয়াছে। শতকোটি গোপী রাসমণ্ডলে নৃত্যাদি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-লীলাশক্তির প্রভাবে এক এক মূর্ত্তিতে এক এক গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া রাসরস আস্বাদন করিতেছেন; অকস্মাৎ কোনও কারণে শ্রীরাধা যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তখনই রাসস্থলী যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল, রসের উৎস বন্ধ হইয়া গেল; বস্তুতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে দেহের যেরূপ অবস্থা হয়, শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসমণ্ডলেরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। শতকোটি গোপীর মধ্যে সকলেই আছেন, নাই কেবল একা শ্রীরাধা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিলেন—ডুবিয়াছিলেন রসের সমুদ্রে; অকস্মাৎ কে যেন তাঁহাকে দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া দিল; তীব্রবিরহজ্বালায় ব্যথিত হইয়া তিনিও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে ছুটিয়া গেলেন। ইহা হইতেই শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। ২.৮।৭৭-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে। পরবর্ত্তী প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।